Study Materials
Semester -4: History (Honours)
(Dr. Juthika Barma)

Course: CC-9: History of India (C 1526-1605)
V. Rural Society and Economy: Land Right and Revenue System

জাবতি প্রথা বা মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

মুঘল আমলে প্রায় সমগ্র ভারত বিস্তৃত শাসণ ও রক্ষনাবেক্ষন, রাষ্ট্রের জনকল্যানমূলক কার্য ও রাষ্ট্রিয় প্রযোজনের অর্থের বেশির ভাগই আসত ভূমি ও কৃষিকাজ থেকে। তাই শক্তিশালি সাম্রাজ্য গঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। আর ভূমিরাজস্বের সংকটের অর্থই ছিল সাম্রাজ্যের পতন।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০) ও হুমায়ুনের (১৫৩০-৪০ ও ৫৪-৫৫) সময়ে সুলতানী আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। এর ভিত্তি ছিল উৎপাদিকা শক্তি তবে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারনের প্রচেষ্টা তখন ছিল না। তবে মধ্যযুগের রাষ্ট্রের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও ভূমি রাজস্ব। তাই সম্রাট আকবর ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে পরিক্ষানীরিক্ষা শুরু করেন। আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল ভূমি জরিপ করে গুজরাটে প্রথম (১৫৮০ সালে) দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। টোডরমলের এই ব্যবস্থার দ্বারা তিন ধরনের ভূমি বন্দোবস্ত চালু করেন। এগুলি হল—জাবতি ব্যবস্থা, গাল্লাবক্সী এবং নাসক। তবে টোডরমল কতৃক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুবিন্যস্ত ছিল জাবতি-ব্যবস্থা। ১৫৮২ সালে টোডরমল 'জাবতি-ব্যবস্থা' মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিনত করেন ও সমগ্র সামাজ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাবতি ব্যবস্থায় কতগুলি সাধারন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ উৎপাদিত শক্তি অনুযায়ী জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। 'পোলাজ' হল প্রথম শ্রেনীর জমি যা সারাবছর চাষযোগ্য ছিল। 'পরৌটি' ছিল দ্বিতীয় শ্রেনীর জমি যা এক বা দুই বছর পতিত রাখা হত। তৃতীয় শ্রেনীর জমিকে বলা হত 'চসর' যা তিন–চার বছর পতিত রাখা হত। আর চতুর্থ শ্রেনীর জমি পাঁচ বা তার বেশী বছর পতিত রাখা হত তাকে বলা হত 'বঞ্জর'। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বিঘা জমি থেকে প্রতি দশ বছরের উৎপাদিত ফসলের গড় নির্ণয় করে রাষ্ট্রের তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের হার অনুযায়ী ১/৩ ভাগ রাজস্ব প্রাপ্য নির্ধারন করা হত। তৃতীয়তঃ শস্যের পরিবর্ত নগদ অর্থে

রাজস্ব রাষ্ট্রকে পরিশোধের প্রথা চালু করা হয়। আকবর তার সাম্রাজ্যকে কয়েকটি দস্তুর বা মূল্যবান অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতিটি দস্তুরের একই কার্য ছিল। ফলে কৃষকদের থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। জাবতি ব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগন বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম পরিদর্শন করে রাজস্ব নিদ্ধারন করত। 'আমিন' ছিলেন রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী। জমির গুনমান নির্ধারন ও পতিতজমির পুনরুদ্ধার ছিল তার প্রধান কাজ। তাছারা কানুনগো, মোকদ্দম ও চৌধুরী ছিলেন রাজস্ব আদায়ের অন্যান্য কর্মচারী।

'জাবতি ব্যবস্থা' আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হলেও সমগ্র সাম্রাজ্যের সমহারে রাজস্ব নির্ধারন সম্ভব হয়নি। 'জাবতি ব্যবস্থা' অনুযায়ী উৎপাদনের ১/৩ অংশ রাজস্ব নির্ধারিত হলেও যেখানে 'নাসক', 'কানকুট' ও 'ভাওয়ালি' (শস্যের ভাগবাহি) ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সেখানে রাজস্ব সংগ্রহে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে কোন নতুন নিয়ম চালু করেন নি। তবে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমল থেকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইজরাদারদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এরা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে কাজ করতেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জাবতি ব্যবস্থা সম্পর্কে (অভিজ্ঞ ও খুঁটিনাটি) জানা কর্মচারীর অভাব ছিল। ফলে 'নাসক ব্যবস্থা' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নাসক ব্যবস্থানুযায়ী কোন একজন কৃষকের পরিবর্তে সমগ্র গ্রাম বা পরগনাকে একক ধরে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত।

মুঘল শাসনগন কৃষকরা যাতে করভারে জর্জরিত না হন তার জন্য সদা সতর্ক ছিলেন। কিন্তু শাহজাহান তথা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জায়গিরদের সমস্যা ও রাজস্বের বোঝা কৃষকদের ঘারে এসে পড়ায় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। যার পরিনতি ছিল অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ।

References

1. গৌতম ভদ্র:– মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ
2. Irfan Habib: The Agrarian System of Mughal India 1556-1707 (OUP).